Date of Publication : 1st February, 2013 **Price : Rs. 2**

VOL-2, Issue 12 *Postal Registration No. : KOL RMS/42/2013-2015*
For circulation to Subscribers only RNI No.-WBBIL/2011/38613

ব্রাহ্ম সম্মিলন বার্তা

ব্রাহ্ম সম্মিলন সমাজ

১-এ, ডাঃ রাজেন্দ্র রোড, কলকাতা-৭০০ ০২০
Brahmo Sammilan Barta ❑ Brahmo Sammilan Samaj

দ্বিতীয় বর্ষ ঃ দ্বাদশ সংখ্যা মার্চ ২০১৩ ফাল্গুন-চৈত্র ১৪১৯

—ঃ সূচীপত্র ঃ—

এ মাসের নিবেদন	— ১
প্রয়াত সুধীরচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়	— ৩
Speech at Pune Brahmo Conferrence	— ৪
স্মরণিকা	— ৫
সাপ্তাহিক উপাসনা ও স্মরণ	— ৫
২০১৩ এপ্রিল মাসের সাপ্তাহিক উপাসনার আংশিক কার্যসূচী	— ৫
বিশেষ অনুষ্ঠান	— ৬
শোক সংবাদ	— ৬
পারিবারিক ও অন্যান্য অনুষ্ঠান	— ৬
কৃতজ্ঞতা স্বীকার	— ৭
বিশেষ আবেদন	— ৮

সমাজ কার্যালয়ে যোগাযোগের সময় ঃ
প্রতিদিন সন্ধ্যা ৬-৩০টা থেকে ৮-৩০টা
Telephone No. (033)6450-0915
email :sammilanbarta@gmail.com

এ মাসের নিবেদন

ব্রহ্ম মহা অজানা। সেই অজানাই আবার "সদা জনানাং হৃদয়ে সন্নিবিষ্টঃ" — সবসময়েই তিনি সবার হৃদয়ে আসীন, যদিও তিনি "নৈব বাচা ন মনসা প্রাপ্তুং শক্যো ন চক্ষুষা" — বাক্য দিয়ে তাঁকে পাওয়া যায় না, চোখ দিয়েও তাঁকে দেখা যায় না। তিনি হলেন — "আমার হিয়ার মাঝে লুকিয়ে ছিলে দেখতে আমি পাই নি। তোমায় দেখতে আমি পাই নি।" তিনি সৎ, তিনি চিৎ, তিনি আনন্দ, তিনি রস, সেইসঙ্গে তিনি আলোও, কিন্তু সেই আলো হল অনালোকের আলো, আবছা আলো, চাপা আলো, অতি সূক্ষ্ম দৃষ্টি দিয়ে তবে সেই আলোকে দেখা যায়।

আবার যখন তাঁকে 'দেবতা' সম্বোধন করছি তখন আলোই তাঁর রূপ, আলোই তাঁর শরীর, তিনি জ্যোতিঃ। দেবতা তখন —

"আলোয় আলোকময় করে হে এলে আলোর আলো।
আমার নয়ন হতে আঁধার মিলালো মিলালো।।"

অমূর্ত দেবতা অমূর্ত থেকেই দেখা-না-দেখায় মেশা একটি রূপ পান। তিমিরবিদার উদার অভ্যুদয় হয় — তিনি জ্যোতির্ময় রূপ ধারণ করেন।

সংহিতার ঋষি বলছেন, হে দেবতা, তুমি দিদৃক্ষেণ্য, তোমায় দেখে দেখে আশ মেটে না, তোমার বার বার দেখতে ইচ্ছে করে। দেখা দাও, দেখা দাও, আমার চোখ ভরে দাও, দেখি তোমার ভুবন মোহন রূপ। — এই ব্যাকুলতা, এই আর্তি হৃদয় থেকে, প্রীতি থেকে, প্রেম থেকেই আসে। এই হৃদয়ধর্ম, এই রূপস্পর্শতৃষ্ণা নিজেরই হৃদয়ের ভেতর থেকে, অন্তর দীক্ষা অর্থাৎ দহন মধ্যে দিয়েই সৃষ্টি হয়।

'ব্রহ্ম' অর্থ বৃহৎ — বিরাট অসীম চেতনা। আর বাক্ হল তার স্পন্দন, প্রকাশ উচ্চারণ। এই দুটি মিলে মিশে একাকার অর্থাৎ অদ্বৈত। প্রতি মানুষেরই

অন্তরে রয়েছে এই স্রষ্টা — এই-ই ব্রহ্মী বাক্। এই ব্রহ্মী-বাক্-এর সঙ্গে অভিন্ন আত্মা অভিন্ননামা হয়ে, স্ত্রী-পুরুষ নির্বিশেষে, ঋষি সাধকের বাক্‌দর্শন হয়। আর তখনই প্রচণ্ড প্রেমে বিশ্বভুবনকে আত্মসাৎ করে মহাকবি কবিতমা মানুষী জগন্মাতা রাজরাজেশ্বরী হয়ে বিপুল মহিমায় বিরাজ করতে পারে। এই ব্রহ্মী বাক্-ই-সর্ব-ব্যাপিনী সর্বদেবতাময়ী সর্বময়ী, রবীন্দ্রনাথের ভাষায় "বিশ্বরূপী"। — "ব্রহ্মীবাক্" এই শব্দটি আমরা পাই ঋষি ত্রিত আপ্ত্যর কাছ থেকে।

ব্রহ্ম স্বয়ম্ভূ, আপনি হওয়া বৃহৎ। দিব্য সুপর্ণ, আলোর পাখি — যিনি আত্মা। কবির অন্তরে ইনি কবি। প্রতি অ-কবির অন্তরে নিহিত কবি, কবি-তর, কবি-তম, মহাকবি। একই দিব্য-পার্থিব, মর্ত্য-অমৃত অনুভবের অনন্ত স্তর, অনন্ত রূপ, অনন্ত নাম।

বাক্ এবং ব্রহ্ম — শব্দ এবং সব — এই নিত্যসম্পৃক্ত যুগলমূর্তি দর্শন করে ঋষি কবি তার স্বাক্ষর রেখে গেছেন। এই বাক্যের মধ্যেই রূপ হয়ে জেগে ওঠে শব্দ, ধ্বনি হয় আলো। ঋষি কবির কাছে কবিতা শুধু কবিতা নয়, সে আগুন, সে ঋক্। গান শুধু গান নয়, সে সূর্যও — অর্ক। এই সুর-সূর্য অর্থাৎ সুরসূর্যলোকের বৈদিক নাম হল "স্বর" — যেখানে পৌঁছানো পর্যন্ত ঋষি-কবির সাধকের স্বরসাধনার তথা জীবনসাধনার বিরাম নেই।

শব্দ আর রূপ এক অদ্বৈত-তত্ত্ব। শব্দ থেকেই সৃষ্টি। কবির নবজন্ম বাকের ভাষার মধ্যে। এই ভাষা দিয়ে কবি তাঁর স্বপ্নের ভুবন সৃষ্টি করে চলেন। এই স্বপ্নের ভুবন হল তাঁর সত্য শ্রুতি, সত্য দৃষ্টি, সত্য মন্ত্র দিয়ে দেখা এক নতুন পৃথিবী, অন্তর্জগতের এই যে জ্যোতির্ময় অভিজ্ঞতার ধারা — এই হল দেবতার জন্ম মানুষের মধ্যে। দেবতা অর্থ আলো। ঋষি-কবির সৃষ্টি ঐ আলোর বাঁশি। নানান্ ঋষি কবির মধ্যে দিয়ে ঐ বাঁশি বেজে চলেছে নানান্ সুরে, এক সুরে, যে আলো "অসংখ্য এক" তার সুরে।

সূর্য্যজ্যোতিকে লক্ষ্য করেই ঋষি-কবিদের আলো-খোঁজা, গবেষণা, সুরের এষণা অর্থাৎ নিরন্তর অনুসন্ধান চলেছে। এই সূর্যজ্যোতি উত্তম, শ্রেষ্ঠ মিত্র। সাধকের স্বপ্ন হল সূর্য্যবৎ ভাস্বরদেহ হওয়া। তাই দেবতা একজনই — তিনি সূর্য। সূর্য হলেন সেই পুঞ্জজ্যোতি, যেখানে সব দেবতার সমাহার হয়েছে। প্রাকৃতিক সূর্য্য হলেন সেই মহাসূর্য্যের প্রতীক। বিশ্ব-চৈতন্যরূপী সূর্য্য মর্ত্যমানুষের মধ্যে আত্মচৈতন্য জাগিয়ে দেন। সেই ঋক্ পাই —

"অদ্যা দেবা উদিতা সূর্যস্য নির্ অংহসঃ।
পিপৃতা নির্ অবদ্যাত্"।। (১/১১৫/৬)

রবীন্দ্রনাথ বল্লেন —

"এদিন আজি কোন ঘরে গো খুলে দিল দ্বার
আজি প্রাতে সূর্য ওঠা সফল হল কার।।"

চেতনার প্রথম আলো-আঁধারি, উষা-উন্মেষ যাতে নিহিত, তাই ধর্মের দ্বারা ধৃত অর্থাৎ তাই সত্যধর্ম। এই সত্যধর্মর কাছাকাছি যাবার জন্যই মানুষের নিরন্তর সাধনা। সেইজন্যই প্রয়োজন "বাচো মধু"। অর্থাৎ বাক্যের মধু বা সারপদার্থ রস যা আমার মধ্যে নিহিত হবে — এই প্রার্থনা। এই সমস্ত ভূতের রস বা সার পদার্থ পৃথিবী, পৃথিবীর রস জল, জলের রস ওষধি। ওষধির রস পুরুষ, পুরুষের রস বাক্, বাকের রস ঋক, ঋকের রস সাম্, সামের রস উদ্‌গীথ বা ওঙ্কার। সমস্ত বাক্‌কে ছন্দিত ও মন্ত্রে উচ্চারিত করে, সুরে উত্তীর্ণ "স্বরিত" করে একপদী বাক্ ওঙ্কারে মিশিয়ে মিশে যাওয়ার শব্দব্রহ্মীভূত হওয়ার যে পরমানন্দ তাই হল "বাচো মধু"।

রবীন্দ্রনাথের ভাষায় —

"হেথা একদিন বিরামাবিহীন মহা ওঙ্কারধ্বনি
হৃদয়তন্ত্রে একের মন্ত্রে উঠেছিল রণরণি।।

পৃথিবীর কাছে সব কবিরই এই বাক্ মধু, এই ওতঃপ্রোতলয় এই মোহনবেণুর সিদ্ধ সুর, এই সহজের প্রার্থনা।।

— শ্রীমতী সুতপা রায়চৌধুরী

আমার দেখা
প্রয়াত সুধীরচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়
(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

ব্রাহ্ম সম্মিলন সমাজের সহিত সক্রিয়ভাবে যুক্ত থাকা সত্ত্বেও তিনি প্রতিটি সমাজের সহিত ঘনিষ্ঠ যোগ রাখিতেন। ব্রাহ্ম সমাজের যখন যেখানে অধিবেশন হইত তিনি তাহাতে যোগ দিতেন।

প্রকৃত আনুষ্ঠানিক ব্রাহ্ম — তিনি প্রকৃত আনুষ্ঠানিক ব্রাহ্ম ছিলেন এবং আনুষ্ঠানিক ব্রাহ্মের প্রতিটি গুণই তাঁহার মধ্যে বর্তমান ছিল, যেমন পরিবারের সকল অনুষ্ঠান ব্রাহ্ম পদ্ধতি অনুসারে পালন, নিত্য উপাসনা, নিয়মিত মন্দিরে সাপ্তাহিক উপাসনায় যোগদান ও যোগ দেওয়ার জন্য পরিবারস্থ সকলকে উৎসাহদান।

মন্দিরের সাপ্তাহিক উপাসনায় আগ্রহ ও ব্যাকুলতা — মন্দিরের সাপ্তাহিক উপাসনা তাঁহার প্রাণ ছিল। রবিবার নির্দ্ধারিত সময়ে মন্দিরে উপস্থিত থাকা ছাড়া মন্দিরের আচার্য ও সঙ্গীতের ব্যবস্থা ও অন্যান্য কাজের উপর তাঁহার সর্বদা সজাগ দৃষ্টি ছিল। আজকাল দূরভাষণের মাধ্যমে এ সমস্যার সমাধান অনেকাংশে সহজ হইয়াছে। তখন দূরভাষণের চল না থাকায় তিনি স্বয়ং বাড়ী বাড়ী যাইয়া এই সমস্যার সমাধান করিতেন। ইহাতে যেমন তাঁহার উদ্বেগ কমিত তেমনি পরিবারে পরিবারে যোগাযোগ রক্ষাও বজায় থাকিত।

শেষ বয়সে যখন তিনি দুরারোগ্য আর্থারাইটিজ রোগে প্রায় পঙ্গু হইয়া আসিতেছেন তখনও নিয়মিত প্রতি রবিবার ঘড়ির কাঁটার সঙ্গে পাল্লা দিয়া ট্যাক্সি করিয়া সাপ্তাহিক উপাসনায় উপস্থিত হইতেন বা আচার্যের কাজ করিয়া তাঁহার পবিত্র দায়িত্ব পালন করিতেন। তিনি পা মুড়িয়া বেদীতে বসিতে পারিতেন না। সেইজন্য তাঁহারই ইচ্ছা অনুযায়ী ও পরিকল্পানা মত কর্তৃপক্ষ একটি বিশেষ ধরণের বেদী তৈরী করিবার পরিকল্পনা নিয়েছিলেন। সেই বেদী এখনও বর্তমান ও অনেক আচার্যের কাজে লাগিতেছে।

মন্দিরে যাওয়া আসার সময় ট্যাক্সি হইতে নাবানো ওঠানোর ভার সমাজের সেবক প্রয়াত শিবেন বোস হাসিমুখে গ্রহণ করিয়াছিলেন। অতি যত্ন ও সাবধানতার সহিত সুধীরচন্দ্রের পা দুখানি ধরিয়া নামানো ওঠানো করিতেন। ইহার পর যখন তিনি একেবারে শয্যাশায়ী হইয়া পড়িলেন তখন তাঁহার মন্দিরে উপস্থিতি দিতে না পারার জন্য কি দুঃখ। ঈশ্বরের নিকট সজল নয়নে কেবলই প্রার্থনা করিতেন যেন সমাজের কাজ ও সাপ্তাহিক উপাসনা বন্ধ না হয়। এমন কি কষ্টকর রোগশয্যায় এ চিন্তার বিরাম ছিল না।

পরমপিতার ক্রোড়ে আশ্রয় লাভ — ব্রাহ্ম সম্মিলন সমাজের একনিষ্ঠ সেবক এবং স্তম্ভস্বরূপ এই সুধীরচন্দ্র অবশেষে ১৯৭৪ সালের ১লা জানুয়ারী পরমপিতার শান্তিক্রোড়ে স্থান করিয়া লইলেন। পুরোপুরি গৃহী সকল গৃহধর্ম্ম কর্ত্তব্য যথাযথ পালন করিয়া কেমন করিয়া তিনি তাঁহার দ্বিতীয় বাড়ীটির(সমাজ) গুরুদায়িত্ব ও কর্ত্তব্য অতিনিষ্ঠার সহিত পালন করিয়া গিয়াছেন ভাবিলে স্বভাবতই তাঁহার প্রতি মাথা নত হইয়া আসে।

দীর্ঘকাল মাতুল সুধীরচন্দ্রের সহিত ঘনিষ্ঠ যোগ থাকায় তাঁহার ব্রাহ্ম সম্মিলন সমাজকে গভীরভাবে ভালবাসার কথা ও ধর্ম্মজীবনের দিকটি তুলিয়া ধরিলাম। হয়তো তাঁহার জীবন অনেকের ধর্ম্মজীবনের সহায়ক হইবে।

কিছু কিছু ভুল ত্রুটি হয়তো থাকিতে পারে, তাহার জন্য সকলের নিকট ক্ষমাপ্রার্থী।

— শ্রীশরদিন্দুমোহন গঙ্গোপাধ্যায়

SPEECH AT PUNE BRAHMO CONFERENCE

This short note is a record of the talk I delivered at the 122nd session of the All India Brahmo Conference, Organized by the Pune Prarthana Samaj at Pune between 8-10 November, 2012.

The theme of the conference was "Brahmo/Prarthana Samaj for Children : Faith, Practice, Programme."

Initially, since we were not certain of attending the Conference, I did not volunteer to participate in any of the events/serials/discussions being offered. However, we finally were able to make it to Pune. Although I had not prepared, I offered to put up a brief musical programme at Dr. Rajyalakshi's gracious insistence. Unfortunately, owing perhaps to administrative and / or technical problems brought about by the short notice, the organizers were unable to take up my offer.

As an alternative, I was requested to speak on any subject of my choice. In spite of music being my first love and preferred mode of expression, I acceded to the request. A resume of my talk follows.

My speech did not directly address the theme of the Conference. My view is that instead of trying to bring children into a religious fold at an early age, it is more important to garner the active participation of the younger generation in Samaj activities.

At the outset, I made it clear that I was neither a philosopher nor a historian. I have limited knowledge of religion itself and I never overstress on it. I therefore decided to speak about myself and my family. I am a third generation Brahmo and so is my wife Indrani. I believe in God as a strong guiding force in our lives. I also strongly believe in destiny. In my younger days I received no formal education on religion. I acquired the basics of Brahmoism from my parents and from daily prayer services at our home (conducted by my paternal grandfather). I also attended prayer and utsava functions at the Samajes in Kolkata and actively participated in organizing and conducting choral choirs and Brohmo Sangeet singing.

I joined the Indian Navy at nineteen and served the country to the best of my abilities for thirtyfive years. I went through three wars/conflicts at sea and carried out a few dangerous and delicate missions. I am grateful to the Almighty for guiding me throughout my service safely and my efforts were appreciated by the highest in the land.

After my voluntary premature retirement from the service in 1984, I continued my involvement in Samaj activities. My main efforts were directed at the propagation of Brohmo Sangeet, a task in which I am still involved. In the process I have released Brohmo Sangeet Cassettes and CDs, have compiled and published booklets and pamphlets on appropriate religious subjects and conducted regular Brohmo Sangeet classes and various functions at the Samajes.

My children too had no formal education in religion. On their own, as convenient, they were able to acquire relevant knowledge and develop their own moral values and belief in the existence of the Supreme Being. My daughter married outside our Brahmo Community, but maintains her Brahmo identity and beliefs. My son was a straightforward young man, who demonstrated his sense of commitment and responsibility till the last moments of his life.

Our family underwent two tragic calamities within a period of less than two months but our strong belief in the Almighty helped us through very difficult times.

Today's children live in a hyper-competitive world and in spite of good or above average IQ's need sustained hardwork and effort to find their way. They can hardly spare much time for formal religious education or related activities. This does not mean, however, that they have no belief in God or any religious inclination.

I believe that we should never burden our children with what we think they should do or try to persuade them to adopt our own beliefs and dogmas. Give them support, lots of space and direction if asked for but let them find their own way. I am sure at sometime children do realize that qualities

such as loyalty, honesty and commitment are stepping stones to becoming a good person and a good citizen, one with unquestionable moral values and a healthy respect for tradition.

In conclusion, we are all aware that the basic of all religion is broadly, the same and we should always avoid controversies by highlighting the positives or negative aspects of any particular belief. When we are temperate in discourse and discussions, it goes a long way towards harmony and peace of mind.

Rear Admiral Subir Paul, (Vir Chakra) Retd.

—ঃ স্মরণিকা ঃ—

মরণ সাগর পারে তোমরা অমর তোমাদের স্মরি

৭ই মার্চ (১৯৭৯)	—	আচার্য অনিমেষ দাসগুপ্তের ৩৪ তম তিরোধান দিবস।
১৬ই মার্চ (১৯৮৮)	—	প্রফুল্ল কুমার বসুর ২৫ তম তিরোধান দিবস।
২৭ শে মার্চ (১৮৯৪)	—	সোফিয়া ডব্‌সন্ কলেটের ১১৯ তম তিরোধান দিবস।

—ঃ ২০১৩ মার্চ মাসের সাপ্তাহিক উপাসনা ও স্মরণ ঃ—

রবিবার ৩রা মার্চ ২০১৩	—	আচার্য	-	শ্রীমতী সুনন্দিতা সেনগুপ্ত
সন্ধ্যা ৬-৩০ টা		সঙ্গীত	-	শ্রীমতী মাধুরী তালুকদার ও শ্রীমতী অভিনন্দা তালুকদার
রবিবার ১০ই মার্চ ২০১৩	—	আচার্য	-	শ্রীমতী সুজাতা ব্যানার্জী
সন্ধ্যা ৬-৩০ টা		সঙ্গীত	-	ব্রাহ্মযুব ও ভক্তজন ও সমবেত ভক্তমণ্ডলী
রবিবার ১৭ই মার্চ ২০১৩	—	আচার্য	-	ডাঃ শুচিতা দেব
সন্ধ্যা ৬-৩০ টা		সঙ্গীত	-	শ্রীমতী রেবেকা রক্ষিত ও শ্রীঅনিরুদ্ধ রক্ষিত
রবিবার ২৪শে মার্চ ২০১৩	—	আচার্য	-	শ্রীসঞ্জীব মুখার্জি
সন্ধ্যা ৬-৩০ টা		স্মরণ	-	সোফিয়া ডব্‌সন্ কলেটে
		সঙ্গীত	-	শ্রীমতী মানসী চ্যাটার্জী
রবিবার ৩১শে মার্চ ২০১৩	—	আচার্য	-	শ্রীসিদ্ধার্থ ব্রহ্মচারী
সন্ধ্যা ৬-৩০ টা		সঙ্গীত	-	শ্রীমতী উদিতা রায়

আপনাদের সাদর আমন্ত্রণ জানাই।

২০১৩ এপ্রিল মাসের সাপ্তাহিক উপাসনার আংশিক কার্যসূচী ঃ—

রবিবার ৭ই এপ্রিল ২০১৩	—	আচার্য	-	শ্রীঅনিরুদ্ধ রক্ষিত
সন্ধ্যা ৬-৩০ টা		সঙ্গীত	-	শ্রীমতী রেবেকা রক্ষিত ও শ্রীপ্রসীদ বসু

আপনাদের সাদর আমন্ত্রণ জানাই।

—ঃ বিশেষ অনুষ্ঠান ঃ—

রবিবার ৩১শে চৈত্র ১৪১৯	—	বর্ষ বিদায় ১৪১৯
১৪ই এপ্রিল ২০১৩		আচার্য - শ্রীমতী সুতপা রায়চৌধুরী
সন্ধ্যা ৬-৩০ টা		সঙ্গীত - "মুক্তধারা"
সোমবার ১লা বৈশাখ ১৪২০	—	নববর্ষ ১৪২০ আবাহন
১৫ই এপ্রিল ২০১৩		আচার্য - শ্রীপ্রণব রায়
সকাল ৯-০০ টা		সঙ্গীত - ব্রাহ্ম যুব ও ভক্তজন ও সমবেত ভক্তমণ্ডলী

—ঃ শোক সংবাদ ঃ—

বিগত ৩১শে জানুয়ারী ২০১২ প্রয়াত অমরেন্দ্রনাথ দাস ও প্রয়াতা কমলাক্ষী দাসের জ্যেষ্ঠ পুত্র প্রয়াত সাহিত্যিক প্রেমাঙ্কুর আতর্থীর দৌহিত্রী -জামাতা, শ্রীমতী নন্দা দাসের স্বামী ও শ্রীমতী নীলাঞ্জনা গুপ্তের পিতা **শ্রীরতন দাস** ৮২ বছর বয়সে কলকাতায় পরলোকগমন করেছেন।

বিগত ২৬শে জানুয়ারী ২০১৩ প্রয়াত নীহার কুমার সেন ও প্রয়াতা সুকৃতি সেনের পুত্র, শ্রীমতী প্রতীতি সেনের স্বামী এবং শ্রীউদিত সেন ও শ্রীরাজীব সেনের পিতা **শ্রীসুভদ্র কুমার সেন** কলকাতায় পরলোকগমন করেছেন।

সরাসরি রবীন্দ্রনাথের কাছে শিক্ষা পাওয়া শেষ ছাত্র তথা শান্তিনিকেতনের প্রবীণ আশ্রমিক **শ্রীসুপ্রিয় মুখোপাধ্যায়ের** গত ২৯শে জানুয়ারীতে ৯২ বৎসর বয়সে ভুবনডাঙ্গা, বোলপুরে (শান্তিনিকেতন) জীবনাবসান হয়। কর্মজীবনে তিনি বিশ্বভারতীর কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগারের গ্রন্থাগারিকের পদে আসীন ছিলেন। প্রয়াত সুপ্রিয় মুখোপাধ্যায় রবীন্দ্র জীবনীকার প্রয়াত প্রভাত কুমার মুখোপাধ্যায় ও প্রয়াতা সুধাময়ী {পণ্ডিত সীতানাথ তত্ত্বভূষণ (দত্ত)-এর কন্যা} মুখোপাধ্যায়ের জ্যেষ্ঠ পুত্র। তিনি রেখে গেলেন তাঁর স্ত্রী শ্রীমতী সাহানা মুখোপাধ্যায়কে, একমাত্র পুত্র সুমন্ত্র, পুত্রবধূ অরুণা ও পৌত্রী কুমারী শ্রীয়া-কে।

বিগত ১২ই ফেব্রুয়ারী ২০১৩ মঙ্গলবার প্রয়াত অজিত কুমার ঘোষ ও প্রয়াতা প্রীতিকণা ঘোষের কন্যা, প্রয়অত পরিমল চন্দ্র বসুর পত্নী এবং শ্রীসৌমিত্র বসু ও শ্রীমতী মিত্রা দেবের মাতা **শ্রীমতী অঞ্জলি বসু** কলকাতায় ৪-৪০ মিঃ ৮৭ বছর বয়সে পরলোকগমন করেছেন।

—ঃ পারিবারিক / অন্যান্য অনুষ্ঠান ঃ—

শ্রাদ্ধানুষ্ঠান ঃ

বিগত ১৯শে নভেম্বর ২০১২, সন্ধ্যা ৬-৩০ মিনিটে ব্রাহ্ম সম্মিলন সমাজ মন্দিরে প্রয়াত মঞ্জু চট্টোপাধ্যায়ের শ্রাদ্ধানুষ্ঠানে আচার্যের কাজ পালন করেন শ্রী সঞ্জীব মুখার্জি ও সঙ্গীত পরিবেশন করেন সর্বশ্রী/শ্রীমতী মানসী চট্টোপাধ্যায়, রীণা দোলন গঙ্গোপাধ্যায়, দেবাশীষ বসু, উজ্জ্বল বন্দ্যোপাধ্যায়। শ্রদ্ধাঞ্জলি নিবেদন করেন শ্রীমতী সুস্মিতা বসু (পিস্‌তুতো ভাগিনী), Sri Nikhil Van Der Klaavw (নাতি) ও শ্রীরণজয় ব্যানার্জী (মামাতো ভ্রাতা)।

বিগত ২রা ফেব্রুয়ারী ২০১৩ সকাল ১০টায় ব্রাহ্ম সম্মিলন সমাজ মন্দিরে প্রয়াত সুভদ্রকুমার সেনের শ্রাদ্ধানুষ্ঠানে আচার্যের কাজ পালন করেন শ্রীমতী সুজাতা ব্যানার্জী, মন্ত্র পাঠ করেন শ্রীমতী সুনন্দা দাস। সঙ্গীত পরিবেশন করেন সর্বশ্রী/শ্রীমতী শুক্লা দাসগুপ্ত, চন্দ্রা গুপ্ত, বিপাশা মাইতি, অনিন্দ্যসুন্দর মাইতি, সম্রাট গুপ্ত, যতিশংকর ব্যানার্জী ও অরীন্দ্রজিৎ সাহা। শ্রদ্ধাঞ্জলি নিবেদন করেন শ্রীউদিত সেন (পুত্র) ও শ্রীকালী মজুমদার (বন্ধু)।

বিগত ৩রা ফেব্রুয়ারী ২০১৩ সকাল ১০টায় ব্রাহ্ম সম্মিলন সমাজ মন্দিরে প্রয়াতা মাধুরী বন্দোপাধ্যায়ের শ্রাদ্ধানুষ্ঠানে আচার্যের কাজ পালন করেন শ্রীঅমিতাভ খাস্তগীর ও শ্রীতপোব্রত ব্রহ্মচারী, সঙ্গীতে অংশগ্রহণ করেন সর্বশ্রী/শ্রীমতী শুক্লা দাসগুপ্ত, অনন্যা চট্টোপাধ্যায়, গীতশ্রী রায়, উজ্জ্বল বন্দ্যোপাধ্যায়, অভিজিৎ ....., শিবেন্দু চৌধুরী। শ্রদ্ধাঞ্জলি নিবেদন করেন শ্রীঅমরজ্যোতি বসু।

প্রয়াত সুপ্রিয় মুখোপাধ্যায় স্মরণে — ১০ই ফেব্রুয়ারী ২০১৩ তাঁর প্রভাতসরণিস্থ গৃহে একটি স্মরণ-সভায় তাঁর প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করা হয়। সভাটিতে পরিবারবর্গ, আত্মীয়-স্বজন, বিশ্বভারতীর বহু বিশিষ্টজন ও অন্যান্য শুভানুধ্যায়ীবৃন্দ সকলে উপস্থিত ছিলেন। তাঁর মৃত্যুতে বিশ্বভারতীর একটি যুগের অবসান হোলো।

সাপ্তাহিক উপাসনা ও স্মরণ ঃ

বিগত ফেব্রুয়ারী ২০১৩, সাপ্তাহিক উপাসনায় আচার্য ননীভূষণ দাসগুপ্ত ও পণ্ডিত রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশের স্মরণে শ্রদ্ধাঞ্জলি নিবেদন করা হয়। সাপ্তাহিক উপাসনায় ডাঃ শুচিতা দেব, শ্রীসিদ্ধার্থ ব্রহ্মচারী, শ্রীমতী সুনন্দা চ্যাটার্জী ও শ্রীমতী সুতপা রায়চৌধুরী আচার্যের দায়িত্ব পালন করেন। সঙ্গীত পরিবেশন করেন প্রথম রবিবার শ্রীমতী রুবী মজুমদার, দ্বিতীয় রবিবার সর্বশ্রী/শ্রীমতী অনিন্দিতা সেন, অনুরমা ভট্টাচার্য্য, বিজয়লক্ষ্মী দাস, খুকু রায়, লক্ষ্মী খাস্তগীর, সুহৃতা ভট্টাচার্য্য, সুস্মিতা নাথ, শর্মিলা দে, উদিতা রায়, অভীক ঘোষ, অবন সাহা, তৃতীয় রবিবার শ্রীমতী কমলিকা বন্দ্যোপাধ্যায় ও শ্রীঅরীন্দ্রজিৎ সাহা ও চতুর্থ রবিবার শ্রীমতী রেবেকা রক্ষিত ও শ্রীঅনিরুদ্ধ রক্ষিত।

—ঃ কৃতজ্ঞতা স্বীকার ঃ—

সাধারণ ফণ্ড ঃ শ্রীমতী জয়শ্রী নাথ (প্রয়াত অজয় রায় চৌধুরীর স্মৃতির উদ্দেশ্যে — ৫০০০ টাকা (র/নং ১৬২১); শ্রীমনোজিৎ সাহা ও শ্রীমতী রত্না সাহা (প্রয়াতা মঞ্জীরা ব্যানার্জীর স্মৃতির উদ্দেশ্যে) — ১০০০ টাকা (র/নং ১৬২২); শ্রীমতী জয়শ্রী ভট্টাচার্য্য (প্রয়াত নিরুপম চন্দ্র রায় ও প্রয়াতা সুপ্রভা রায়ের স্মৃতির উদ্দেশ্যে) — ১০০০ টাকা (র/নং ১৬৩৭); শ্রীমতী জয়শ্রী ভট্টাচার্য্য (প্রয়াতা মণিকা দাসের মৃত্যুবার্ষিকী উপলক্ষে) — ২০০ টাকা (র/নং ১৬৩৮), শ্রীশঙ্কর কুমার দাস ও শ্রীমতী অঞ্জনা দাস — ১০০০ টাকা (র/নং ১৬৪১);

সমাজের কেয়ারটেকার শ্রীরামেশ্বর সিং (সিংজীর) পুত্র শ্রীবিকাশ সিং-এর চিকিৎসার্থে (Kidney Failure) দান ঃ শ্রীপ্রবীর ধর — ৫০০ টাকা (র/নং ২৮৯৯); শ্রীসঞ্জীব মুখার্জি — ১০০০ টাকা (র/নং ২৯০০) শ্রীরাহুল চ্যাটার্জী — ৫০০ টাকা (র/নং ১৬২৩); শ্রীমতী সুচরিতা ধর — ১০০০ টাকা (র/নং ১৬২৬); শ্রীজয়ন্ত কুমার দেব — ১০০ টাকা (র/নং ১৬২৭) ; শ্রীমতী সুচেতা দত্ত — ১০০০ টাকা (র/নং ১৬২৮); শ্রীমতী ব্রততী দে — ৫০০ টাকা (র/নং ১৬২৯); শ্রীদেবাশীষ দাসগুপ্ত — ১০০ টাকা (র/নং ১৬৩১); শ্রীদেবাশীষ সিন্‌হা — ১০০ টাকা (র/নং ১৬৩২); শ্রীঅভিজিৎ দেব — ২০০ টাকা (র/নং ১৬৩৩); শ্রীজীবানন্দ গুহ ও শ্রীমতী মৈত্রেয়ী গুহ — ১০০ টাকা (র/নং ১৬৩৪); শ্রীসুমন্ত্র চক্রবর্তী — ১০০ টাকা (র/নং ১৬৩৫); শ্রীমনোজিৎ দাসগুপ্ত — ২০০০ টাকা (র/নং ১৬৩৬); শ্রীসুজিত রঞ্জন সেন — ৫০০ টাকা (র/নং ১৬৪০); শ্রীমতী শুক্লা মিত্র — ২০০ টাকা (র/নং ১৬৪২); শ্রীযশোপ্রকাশ চ্যাটার্জী — ১০০০ টাকা (র/নং ১৬৪৪); শ্রীমতী সৌদিতি মজুমদার — ১৫০০ টাকা (র/নং ১৬৪৫); Orbit Project Pvt. Ltd. — ৫০০১ টাকা (র/নং ১৫০১) ; Module — ৫০০১ টাকা (র/নং ১৫০২); শ্রীমাধব চন্দ্র পাল — ৫,০০০ টাকা (র/নং ১৫০৩); Doshi Realty — ৫০০০ টাকা (র/নং ১৫০৪); Swastic Heights (P) Ltd. — ৫০০০ টাকা (র/নং ১৫০৫); শ্রীপরাগ রক্ষিত ও শ্রীমতী সুদীপ্তা রক্ষিত — ৫০০০ টাকা (র/নং ১৫০৬); শ্রীমতী মীনা মুখার্জী — ৫০০ টাকা (র/নং ১৫০৭)

১৮৩ তম মাঘোৎসব ফণ্ড ঃ শ্রীমতী মঞ্জুরী মৈত্র (যুব উৎসব উপলক্ষে) — ২০০০ টাকা (র/নং ১৬১৮); শ্রীমতী রত্না মিত্র — ৫০০০ টাকা (র/নং ১৬১৯); শ্রীমতী মল্লিকা মিত্র — ৫০০০ টাকা (র/নং ১৬২০); শ্রীপ্রসাদ রঞ্জন রায় (শান্তিবাচন উপলক্ষে) — ৫০০০ টাকা (র/নং ১৬৩০); শ্রীরূপনারায়ণ বোস — ৩০০ টাকা (র/নং ১৬৪৬); শ্রীমতী সুনীতা বন্দ্যোপাধ্যায় — ২৪০ টাকা (র/নং ১৬৪৭); শ্রীসিদ্ধার্থ ব্রহ্মচারী — ৩৫০ টাকা (র/নং ১৬৪৮), শ্রীমতী মল্লিকা মিত্র ও শ্রীমতী মঞ্জরী মিত্র — ১২০ টাকা (র/নং ১৬৪৯); জনৈক্য শুভানুধ্যায়ী — ৫০ টাকা (র/নং ১৬৫০); শ্রীমতী দীপশ্রী গাঙ্গুলী ও শ্রীমতী সুকন্যা চ্যাটার্জী — ১০০০ টাকা (র/নং ১৬৬৭) M/s. Inreco — Rs. 3910/- (R/No. 1651); শ্রীমতী আভা ভট্টশালী — ৫০০ টাকা (র/নং ১৬৫৬); শ্রীমতী শর্বরী রায় — ৬০ টাকা (র/নং ১৬৫৭); M/s. L. L. Enterprise – Rs. 680/ - (R/No. 1662). ২৭/০১/২০১৩ তারিখে চা বিক্রয় বাবদ - ৩৫০০ (র/নং ১৬৩৯);

আনন্দমেলা (২০১৩) ফণ্ড ঃ ব্রাহ্ম সমাজ মহিলা ভবন — ৩০০ টাকা (র/নং ১৬৫৫); শ্রীমতী মীরা সিন্‌হা — ৫০০০ টাকা (র/নং ১৬৫৮); শ্রীমতী কেতকী বাগচী — ৩০০ টাকা (র/নং ১৬৫৯); শ্রীশরণ্য বন্দোপাধ্যায় — ৩০০ টাকা (র/নং ১৬৬০); কুপন ও গেটপাস বাবদ — ৮২৫ টাকা (র/নং ১৬৬৩); শ্রীমতী মিতালী গাঙ্গুলী (ফুচকা বিক্রয় বাবদ) — ২৫০ টাকা (র/নং ১৬৬৫); শ্রীমতী নয়নতারা পালচৌধুরী — ২৬০০ টাকা (র/নং ১৬৬৪); শ্রীমতী শ্রীলতা গুপ্ত (লাকি ডিপ বাবদ) — ২৫০০ টাকা (র/নং ১৬৬৬); শ্রীমতী দীপশ্রী গাঙ্গুলী ও শ্রীমতী সুকন্যা চ্যাটার্জী — ৬৫০ টাকা (র/নং ১৬৬৮)
ওয়েলফেয়ার ফণ্ড ঃ শ্রীমতী সুজাতা ব্যানার্জী (প্রয়াত সুভদ্র সেনের আদ্যশ্রাদ্ধ উপলক্ষে) — ১৫০ টাকা (র৫নং ১৬৬৩); শ্রীঅনিরুদ্ধ রক্ষিত (প্রয়াত মাধুরী বন্দ্যোপাধ্যায়ের আদ্যশ্রাদ্ধ উপলেক্ষ) — ১৫০ টাকা (র৫নং ১৬৬১);
১৮৩ তম ভাদ্রোৎসব ঃ শ্রীমতী শ্রীলতা গুপ্ত (উদ্বৃত্ত খাবারের প্যাকেট বিক্রয় বাবদ) — ৩০০ টাকা (র/নং ১৬৬৯)
নৈশ বিদ্যালয় ফণ্ড ঃ শ্রীশুভ চ্যাটার্জী — ২৫০০ টাকা (র৫নং ১৬২৪); শ্রীমতী রুচিরা মুখার্জী — ৫০০ টাকা (র/নং ২৩১) ; শ্রীমতী শুক্লা মিত্র — ৫০০ টাকা (র/নং ২৩২); শ্রীঅভিজিৎ কুমার বোস — ৫০০ টাকা (র/নং ২৩৩); শ্রীমতী দীপ্তি পাল — ১০০০ টাকা (র/নং ২৩৪); শ্রীমতী রমা নারায়ণ — ১০০ টাকা (র/নং ২৩৫);
দাতব্য হোমিও চিকিৎসালয় ফণ্ড ঃ শ্রীশুভ চ্যাটার্জী — ২৫০০ টকা (র/নং ১৬২৪); শ্রীমতী শ্যামলী দাসগুপ্ত — ৫০০০ টাকা (র/নং ১৬৫৪); শ্রীমতী মন্দিরা চক্রবর্তী — ৫০০ টাকা (র/নং ২৪৮); শ্রীমতী জয়তী সেন — ৫০০ টাকা (র/নং ২৪৯); শ্রীমতী সুপ্রিয়া রায় — ৫০০ টাকা (র/নং ২৫০); শ্রীমতী রমা নারায়ণ — ১০০ টাকা (র/নং ২৫১); শ্রীসুব্রত চক্রবর্তী — ৫০০ টাকা (র/নং ২৫২); শ্রীমতী খুকু রায় — ১০০ টাকা (র/নং ২৫৩); শ্রীপ্রসেনজিৎ দাসগুপ্ত — ১০০০ টাকা (র/নং ২৫৪); শ্রীমতী চিত্রিতা রায়চৌধুরী — ১০০০ টাকা (র/নং ২৫৬); শ্রীদেবাশিষ দাসগুপ্ত — ৫০০০ টাকা (র/নং ২৫৭);

এই সকল সহৃদয় দান ও সাহায্যের জন্য আমরা সকল দাতাদের আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাই। এই সকল দান সার্থক হোক।

INCOME TAX EXEMPTION

Certificate for the exemption u/s 80G (5) (vi) of I.T.Act 1961 (Renewal) has been extended for a further period of 3 years by the office of the director of Income Tax (Exemption) Kolkata towards Brahmo Sammilan Samaj, 1A, Dr. Rajendra Road, Kolkata-700 020. The exemption is valid for Assessment Year 2009-10 to Assessment Year 2011-12, through letter No. DIT(E)966 8E/195/03-04 dt. 2.3.09 of Director of Income Tax (Exemption)/ Kolkata.

This exemption is valid for assessment year 2009-10 to 2011-2012 and have been extended in perpetuity unless specifically withdrawn, vide Circular No. 7/210 [F.No. 197/21-2010-ITA-I] dt. 27.10.2010.

Brahmo Sammilan Barta will be available on Samaj Website.

Look out for Samaj site : www.thebrahmosamaj.org/samajes/sammilan.html

লেখক-লেখিকার নিজস্ব মতামতের জন্য সমাজ ও সম্পাদক-মণ্ডলী কোনক্রমে দায়ী নহেন।

Printed and Published by Sri Prabir Ranjan Das Gupta on behalf of Brahmo Sammilan Samaj, Published from 1A, Dr Rajendra Road, Kolkata-700 020 and Printed at Bhowanipur Art Press, 80, Ashutosh Mukherjee Road, Kolkata-700 025. Editor : Dr. Madhusree Ghosh.